ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১০০ ● কলকাতা ● ৩০ চৈত্র, ১৪৩১ ● রবিবার ● ১৩ এপ্রিল ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

মুর্শিদাবাদে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ হাইকোর্টের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মুর্শিদাবাদে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ হাইকোর্টের। রণক্ষেত্র মুর্শিদাবাদ, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ। কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এ নিয়ে সরাসরি প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শুভেন্দুর আইনজীবীরা।এতে রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানায়, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ১৩৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এডিজি পদমর্যাদার আধিকারিকরা রয়েছেন এলাকায়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এতে বিচারপতিরা জানান, ভোট পরবর্তী হিংসা-সহ বিভিন্ন সময় রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এতে রাজ্যের সুবিধাই হবে। এতে রাজ্য জানায়, পুলিশের আধিকারিকরা কেউ অদক্ষ নন। দক্ষ হাতেই পরিস্থিতি সামলানো হচ্ছে। ডিজি নিজে মুর্শিদাবাদ যাচ্ছেন। এতে বিচারপতি সেন বলেন, "নির্দিষ্ট

এরপর ৩ পাতায়

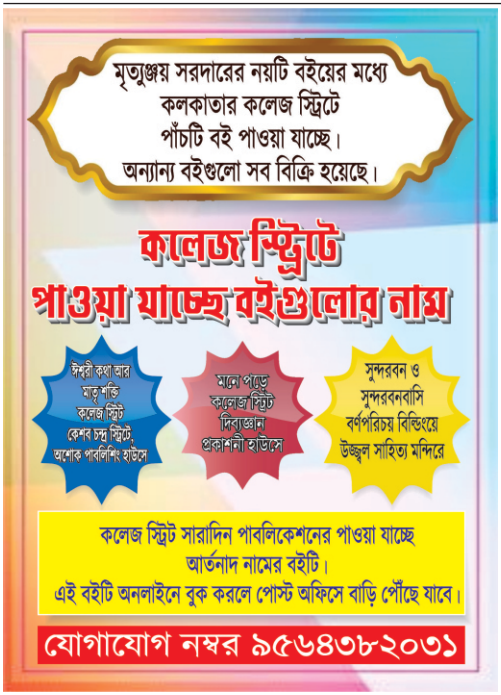

ফের উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান, বিএসএফের 'গুলি'তে আহত ২

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

জঙ্গিপুর: ফের উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান। এবার উত্তেজনা শহর এলাকায়। একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। ভাঙচুর চালানো হয় ধুলিয়ান পুরসভাতেও। বিধায়ক মণিরুল ইসলামের দাদা কাওসার আলির বাড়িতেও তাণ্ডব চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামলাতে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে বিএসএফের বিরুদ্ধে।ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠছে মুর্শিদাবাদ। প্রথমে জঙ্গিপুরে উত্তেজনা ছড়ায়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুসারে, এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি থাকলেও শুক্রবার বিকেল থেকে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে জনতা। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টি শুরু করে জনতা। বোমাবাজিও হয় বলে অভিযোগ ওঠে। পুলিশ লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাসের সেল ছোড়ে। তাতে অবস্থা আরও বিগড়ে যায়। সরকারি-বেসরকারি বাস, অ্যাম্বুল্যান্স জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পরে বিএসএফ নামানো হয়। প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এরপরও ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদ।গুলিতে আহত ২। তাদের মধ্যে একজন নাবালক রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির পর শনিবার সকালে অবস্থা স্বাভাবিক হয়। এলাকায় পুলিশের সঙ্গে বিএসএফ মোতায়েনই ছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে জানায় পুলিশ। তবে তা ক্ষণিকের! নতুন করে আবার উত্তেজনার খবর আসতে শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, উত্তেজিত জনতা ধুলিয়ান পুরসভা এলাকায় ভাঙচুর শুরু করে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে আহত হয়েছেন মালদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মহম্মদ জামাল। এদিকে বিএসএফের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। তাতে আহত হয়েছেন মুদ্দিন শেখ নামের এক যুবক। তাঁর পায়ে গুলি লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। গুলিতে এক হাসান শেখ নামের এক নাবালকও আহত বলে খবর। তাদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ভাঙচুর চালানো হয়েছে সামশেরগঞ্জের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি কাওসার আলির বাড়িতেও। যাকে ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

বাইক র‍্যালির মাধ্যমে গোপীবল্লভপুরে আয়োজিত হল হনুমান জয়ন্তী উদযাপন

অরূপ ঘোষ,ঝাড়গ্রাম

রামনবমীর পর এবার হনুমান জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে কাতারে কাতারে মানুষ রাস্তায় নেমে ছিলেন।শনিবার সন্ধ্যায় ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুরে গোপীবল্লভপুর রামনবমী উদযাপন কমিটির উদ্যোগে বাইক র‍্যালির মাধ্যমে আয়োজিত হল হনুমান জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান। বাইক র‍্যালির মাধ্যমে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি গোপীবল্লভপুর থানা এলাকার ছাতিনাশোল থেকে শুরু করে গোপীবল্লভপুর হয়ে গোপীবল্লভপুর চেকপোস্টে শেষ হয়।এদিন প্রচুর মানুষ এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। ডিজে বাজিয়ে হনুমান জয়ন্তীতে মেতে ওঠেন আট থেকে আশি সকলেই। এছাড়াও হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে হনুমানজির পতাকা উত্তোলন ও গোপীবল্লভপুর এলাকায় থাকা হনুমান মন্দির গুলিতে পুজো দিলেন সংগঠনের সদস্যরা।ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর রামনবমী উদযাপন কমিটির সম্পাদক সুমন্ত মহান্তি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাই শনিবার উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গোপীবল্লভপুরে পালন করা হয় হনুমান জয়ন্তী উৎসব। এছাড়াও ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক সংগঠনের উদ্যোগে উদযাপন করা হলো হনুমান জয়ন্তী।

অযোগ্য লোক শ্রীঘরে যাক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সুপ্রিম কোর্ট বা বিচারব্যবস্থা নিরপেক্ষ মনে করি। তবে এই রায় দেখে মনে হচ্ছে বাংলার মানুষের প্রতি ধারাবাহিক বৈমাতৃসুলভ আচরণের প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। অযোগ্য লোক চাকরি পেলে ব্যবস্থা হোক। শ্রীঘরে যাক। চাকরি যাক। তার জন্য আপনি বাকিদের চাকরি কেড়ে নিতে পারেন না। এখানে আমি বিজেপির ধারাবাহিকতা দেখছি। ৫ জনের ভুলের শাস্তি আপনি ৫০০০ জনকে দেবেন?সুপ্রিম কোর্ট বা বিচারব্যবস্থা নিরপেক্ষ মনে করি। তবে এই রায় দেখে মনে হচ্ছে বাংলার মানুষের প্রতি ধারাবাহিক বৈমাতৃসুলভ আচরণের প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। অযোগ্য লোক চাকরি পেলে ব্যবস্থা হোক। শ্রীঘরে যাক। চাকরি যাক। তার জন্য আপনি বাকিদের চাকরি কেড়ে নিতে পারেন না। এখানে আমি বিজেপির ধারাবাহিকতা দেখছি। ৫ জনের ভুলের শাস্তি আপনি ৫০০০ জনকে দেবেন?অবশেষে আজ সে নীরবতায় জল ঢাললেন তিনি নিজেই।

খড়দহের এক সভায় শনিবার তৃণমূলের সর্বসাধারণ সম্পাদক এবং ডায়মন্ডহারবারের এমপি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন- 'সুপ্রিম কোর্টকে সম্মান করি, মর্যাদা জানাই। বিশ্বাস করি সুপ্রিম কোর্ট মাথা নত করেনি। বিচার ব্যবস্থা নিরপেক্ষ। কিন্তু কোন রায় পছন্দ না হলে জাজমেন্টকে ক্রিটিসাইজ করার অধিকার আইনেই রয়েছে।

ভারতীয় জনতা পার্টির, রাজ্যের মানুষের প্রতি বৈমাত্রিকসুলভ মানসিকতার প্রতিফলন এই রায়ে দেখতে পেয়েছি। কিছু অযোগ্য লোকের জন্য ২৬ হাজার লোকের চাকরি কেড়ে নিতে পারেন না। পাঁচজনের ভুলের শাস্তি আপনি ৫ হাজার লোককে দেবেন? ১০০০ জনের জন্য ১৭ লক্ষ মানুষকে আবাসে শাস্তি দেবেন?'

(১ম পাতার পর)

মুর্শিদাবাদে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ হাইকোর্টের

কাউকে রক্ষা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সামগ্রিক ভাবে নিরাপত্তা দিতে চাই মানুষকে। এই ধরনের অভিযোগে চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে পারে না আদালত। প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশ একসঙ্গে কাজ করুন।"

আদালতের রায় শুনে শুভেন্দু বলেন, "আজকের এই রায় বাংলার মানুষের জন্য, বিশেষ করে হিন্দুদের জন্য বড় জয়, যাঁরা জেহাদি, চরমপন্থী এবং পুলিশের হাতে অত্যাচারিত। মমতা সরকারের গালে থাপ্পড় পড়ল, রাজীব কুমারের গালে থাপ্পড় পড়ল, যিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বস্ত অ্যালসেশিয়ান।"তাতে ছুটির দিনেও বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চ গঠন করা হয়। এদিন বিকেলে সেই মতো বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিলেন। শান্তিরক্ষায় পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী একসঙ্গে কাজ করবে বলে জানানো হয়েছে।

এদিন শুনানি শুরু হলে রাজ্য সরকারকে আধ ঘণ্টা সময় দেয় আদালত। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে তাদের মতামত চাওয়া হয়। রাজ্যের তরফে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের প্রয়োজন নেই বলে জানানো হয়। রাজ্যের ডিজি রাজীব কুমার খোদ মুর্শিদাবাদ রওনা দিয়েছেন বলে জানায় রাজ্য। কিন্তু আদালত শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের পক্ষেই রায় দেয়। আদালত বলে, "এই ধরনের অভিযোগ এলে আদালত চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত করে কড়া শাস্তি দিতে হবে। মুর্শিদাবাদে শান্তি এবং সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনাই এই মুহূর্তে প্রধান লক্ষ্য। তাই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার নির্দেশ মুর্শিদাবাদে। চাইলে অন্য জায়গাতেও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ডাকা যাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী।"

কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় গত কয়েক দিন ধরেই উত্তাপ ছড়াচ্ছিল মুর্শিদাবাদে। বিক্ষোভ হিংসাত্মক হয়ে ওঠে ক্রমশ। শনিবার দুপুর পর্যন্ত সেখানে তিনজনের প্রাণহানিপ খবর মিলেছে। সেই আবহে আদালতের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু। তাঁর আইনজীবী জানান, শুধু মুর্শিদাবাদ নয়, গোটা রাজ্যে যে পরিস্থিতি, তা সামলাতে অক্ষম রাজ্য পুলিশ ও সরকার। কোনও পদক্ষেপই করেনি তারা। এমন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া গতি নেই। আজই মামলার শুনানি করে রায়দানের আবেদন জানানো হয়।

এদিন শুনানি চলাকালীন, শুভেন্দুর আইনজীবী বলেন, "যেখানে রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী বলছেন অশান্তি ছড়িয়ে দেওয়া হবে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন দরকার।" শুভেন্দু আদালতে যাওয়ার আগেই রাজ্যের তরফে BSF-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে মুর্শিদাবাদে সাত কোম্পানি BSF মোতায়েন করা হয়। কিন্তু শুভেন্দুর আইনজীবী দাবি করেন, জেলাশাসক BSF-কে কাজ করতে দিচ্ছেন না। তাহলে কী চান তাঁরা, জানতে চায় আদালত। এতে শুভেন্দুর আইনজীবী CRPF মোতায়েনের নির্দেশ দিতে বলেন। কোন কোন জেলা স্পর্শকাতর আদালত জানতে চাইলে আমতলার কথা উল্লেখ করেন শুভেন্দুর আইনজীবী। জানান, সেখানে কয়েকজনকে গ্রেফতার করলে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অশান্তি শুরু হয়।

মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে দিল্লিও

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা: ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদ। সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করা হয়েছে। আগুন জ্বালানো হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছে পুলিশও। মুর্শিদাবাদের এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও ডিজিপি রাজীব কুমারের সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্সে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন। মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি খোঁজখবর নেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দ্রুত পদক্ষেপের বার্তাও দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব। পরিস্থিতির উপর কেন্দ্র কড়া নজর রাখছে বলেও জানান তিনি।

মনোজ পন্থ ও রাজীব কুমারের সঙ্গে গোবিন্দ মোহনের বৈঠকের পর একটি বিবৃতি পেশ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ডিজিপি রাজীব কুমার জানিয়েছেন, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে। পরিস্থিতির উপর রাজ্য প্রশাসন কড়া নজর রাখছে বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবকে জানান ডিজিপি। ১৫০ জনের বেশি ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিএসএফেরও সহযোগিতা নিয়েছে রাজ্য।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব জানান, স্থানীয় ৩০০ বিএসএফ জওয়ান মুর্শিদাবাদে ছিলই। রাজ্যের অনুরোধে আরও ৫ কোম্পানি বিএসএফ ওই জেলায় মোতায়েন করা হয়েছে। অন্য স্পর্শকাতর জেলাগুলির উপর নজর রাখতে রাজ্যকে বার্তা দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব। একই সঙ্গে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করতে পদক্ষেপ করার কথাও বলেন।

বোলপুরে বিজেপি সমর্থিত ডাক কর্মীদের সম্মেলনে ধুন্ধুমার, এলাকায় বিশাল পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বোলপুর: বিজেপি সমর্থিত ভারতীয় ডাক কর্মচারী মহাসংঘের রাজ্য সম্মেলন ঘিরে রণক্ষেত্র চেহারা নিল বোলপুর। শনিবার, বোলপুরের মাড়োয়ারি ভবনে ১৮ তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই চলল ব্যাপক হাতাহাতি, ধাক্কাধাক্কি। ঘটনার খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় পরিস্থিতি আয়ত্বে আসে।প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দা ও মাড়োয়ারি ধর্মশালা কর্তৃপক্ষ ওই বিবাদ মেটানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকায় শেষপর্যন্ত পুলিশে খবর দেওয়া হয়। বোলপুর থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী সেখানে যায়। তারপরেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আসে। অন্যদিকে প্রাদেশিক সম্পাদক স্বর্ণেন্দু চক্রবর্তী ও সর্বভারতীয় সম্পাদক অনন্ত পাল বলেন," সম্মেলন চলাকালীন বিবাদ শুরু হয়। এরপরেই হঠাৎই মারধর শুরু করেন অপরপক্ষ। আমরা রীতিমতো বিভ্রান্ত। কী করে সম্মেলন শেষ হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।" যদিও সংগঠন সূত্রে জানা যায়, ভারতীয় ডাক কর্মচারী মহাসংঘ মূলত বিজেপি ও তাদের শাখা সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘ দ্বারা পরিচালিত। সদস্য চাঁদা থেকে সংগঠনের দুর্নীতি সামনে এসেছে বারংবার। তা থেকেই রাজ্য সম্মেলন চলাকালীন প্রশ্ন ওঠায় হাতাহাতি মারামারি রণক্ষেত্র চেহারা নেয় বিজেপি ডাক বিভাগের সংগঠন ভারতীয় ডাক কর্মচারী মহাসংঘের সদস্যদের মধ্যেই। রবিবারও সেখানে সম্মেলন চলার কথা। কিন্তু বোলপুরের মাড়োয়ারি ভবন কর্তৃপক্ষ ওই জায়গা ফাঁকা করার কথা জানিয়েছে বলে খবর। আজ রবিবার বোলপুরের মাড়োয়ারি ধর্মশালায় ওই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। কিছু সময়ের মধ্যেই হাতাহাতি, মারামারি শুরু হয়ে যায়। রীতিমতো রণক্ষেত্র পরিস্থিতি তৈরি হয়। ডাক বিভাগের কর্মী মৌসুমী পাল ও প্রশান্ত কুমার মাইতি বলেন, "সম্মেলন চলাকালীনই একপক্ষ অপরপক্ষকে রীতিমতো গালিগালাজ শুরু করে। এমনকী মহিলা কর্মীদের উপরেও মারধর করা হয়। সংগঠনের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়েই অপরপক্ষ দুষ্কৃতী নিয়ে এসে মারধর শুরু করে।"

সম্পাদকীয়

গুন্ডাগিরি বরদাস্ত নয়, পুলিশকে হালকাভাবে নেবেন না', ওয়াকফ অশান্তিতে কড়া বার্তা ডিজির

সুতি থেকে জঙ্গিপুর, আমতলা থেকে চাঁপদানি, ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে তুমুল বিক্ষোভ রাজ্যের নানা প্রান্তে। এদিন সকাল থেকেই নতুন করে অশান্তি ধুলিয়ানে। গুলি-বোমাবাজি তো আছেই, সঙ্গে দিকে দিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হল গাড়ি। অশান্তির আবহেই শুধু মুর্শিদাবাদেই গুলিবিদ্ধ ৪। অবস্থা যে ভাল নয় তা মানছেন রাজ্য পুলিশের বড় কর্তারাও।পুলিশ সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ১১৮ জন গ্রেফতার হয়েছে। আহত হয়েছেন ১৫ জন। কয়েকজন গুরুতর আহত। ডিজি বলছেন, "মানুষের জীবন বাঁচানো, সম্পত্তি রক্ষা করা আমাদের কাজ। কিন্তু, সবার আগে গুজব বন্ধ করতে হবে। এখন যা পরিস্থিতি তাতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।" এরপরই তাঁর সতর্কবার্তা, "উগ্র হওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ আরও কঠোর ভাবে মোকাবিলা করবে। এখন হালকাভাবে পুলিশ কন্ট্রোল করছে বলে পুলিশকে হালকাভাবে নেবেন না।" তাঁর আরও সংযোজন, "আমরা সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছি। প্রাণ দিতে হলে আমরা আগে থাকব। মানুষকে বাঁচানোর আমরা আগে প্রাণ দেবো। আমাদের বহু সিরিয়ার অফিসাররা ঘটনাস্থলে রয়েছেন। আমরা পরিস্থিতি স্ট্রং হাতে ডিল করছি।"

গুজবেই' যে সবথেকে বেশি সিঁদুরে মেঘ দেখছেন তা ভবানীভবনের সাংবাদিক বৈঠকে বারবার বললেন তাঁরা।

পুলিশের দাবি, নানাভাবে মানুষকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। কাল থেকে নতুন করে অশান্তি শুরু হয়। রাস্তা অবরোধ করে। সরকারি সম্পত্তি, পাবলিক বাস , দোকান পাট আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটে। ডিজি রাজীব কুমার স্পষ্ট বললেন, "সরকারের দিক থেকে স্পষ্ট বলা আছে কোনওরকম গুন্ডাগিরি বরদাস্ত করা যাবে না। আমরা শক্ত হাতে গোটা পরিস্থিতির মোকাবিলা করছি। কোনও গুজবে কান দেওয়া যাবে না। অশান্তি করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমাদের এখন প্রথম কাজ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা।"

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(বাইশতম পর্ব)

মনসার কাছে প্রার্থনা অব্যাহত রাখে। তবে মনসা ভেলাটিকেই কেবল ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করে।ভাসতে ভাসতে ভেলা এসে পৌছালো এক ঘাটে, যেখানে প্রতিদিন স্বর্গের ধোপানি কাপড় ধোয়। বেহুলা সেখানে এক অবাক কাণ্ড দেখলো। ধোপানি কাপড় ধুতে এসেছে একটি ছোট শিশুকে নিয়ে। শিশুটি দুরন্ত, সারাক্ষণ দুষ্টুমি করে। ধোপানি এক সময় শিশুটিকে একটি আঘাত ক'রে মেরে ফেললো। পরে যখন কাপড় কাচা হয়ে গেলো, তখন আবার সে তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে চ'লে গেলো। বেহুলা বুঝতে পারলো, এ মানুষ বাঁচাতে জানে। পরদিন

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

জম্মু ও কাশ্মীরে নিহত তিন জঙ্গি, শহিদ সেনা অফিসার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কিস্তওয়ারে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল তিন জঙ্গির। শুক্রবার সকালে কিস্তওয়ার জেলার চাতরুতে পাহাড় ঘেরা নাইদগাম জঙ্গলে সেনার সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে এক জইশ কমান্ডারের মৃত্যু হয়েছিল। রাতে আরও দু'জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকের মাথার দাম ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা।জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, জঙ্গিদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে এম৪ রাইফেল-সহ গোলাবারুদ। সম্প্রতি এক গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়, জম্মু ও কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সন্ত্রাসবাদী হামলার লঞ্চপ্যাডগুলি সক্রিয় করেছে পাক সেনা। সেই সব জায়গা দিয়েই জইশ-ই-মহম্মদ, লস্কর-ই-তইবার জঙ্গিরা ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে। কয়েকদিন ধরেই কিস্তওয়ার-সহ উপত্যকার একাধিক জায়গায় চলছে 'অপারেশন ছতরু'। জঙ্গিদের দমন করতে এই অভিযান চালাচ্ছে

এরপর ৫ পাতায়

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তখন অন্যান্য ভাইরা সবাই পিতা সূর্য দেবের স্মরণাপন্ন হলেন । সূর্য দেব তখন ভগবান শিবের স্মরণাপন্ন হলেন এবং প্রার্থনা করলেন । সূর্য দেবের প্রার্থনা শুনে শনি দেব কে মারার জন্য নন্দী ও বীরভদ্র কে পাঠালেন। এরা সবাই শনি দেবের কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে এলেন ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ধর্মের নামে অধার্মিক আচরণ নয়, রাজনীতি করতে গিয়ে দাঙ্গা লাগাবেন না: মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ওয়াকফ সংশোধন আইনকে কেন্দ্র করে বাংলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে যে অশান্তি ও গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনা শুরু হয়েছে তা নিয়ে এবার সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । শনিবার বারবেলায় এ ব্যাপারে প্রথমে সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল রাজীব কুমার।

এ ব্যাপারে নাম না করে বিজেপিকেও কাঠগড়ায় তুলতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, "কিছু রাজনৈতিক দল ধর্মকে অপব্যবহার করে রাজনৈতিক সুবিধা নিতে চাইছে। তাদের প্ররোচনায় পা দেবেন না। আমি মনে করি, ধর্ম মানে মানবিকতা, সহৃদয়তা, সভ্যতা ও সম্প্রীতি। সকলে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখুন- এই আমার আবেদন।"

মুখ্যমন্ত্রীর এই কথার পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, "এ হল সরকারের মদতপুষ্ট অশান্তি। এই হিংসার আগুন ছড়াতে সরকারি দল উস্কানি ও উৎসাহ দিয়েছে। এখন পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাচ্ছে দেখে শান্তির কথা বলছে। আমরা কেন্দ্রের কাছে দাবি করছি, অবিলম্বে উপদ্রুত এলাকায় সংবিধানের ৩৫৫ ধারা প্রয়োগ করা হোক। কারণ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শুধরোনোর কোনও সদিচ্ছা রাজ্য পুলিশের নেই।"তিনি পষ্টাপষ্টি বলেন, কোনও গুন্ডামি বরদাস্ত করা হবে না। তার পরপরই সমাজ মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বার্তা দেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, "সব ধর্মের সকল মানুষের কাছে আমার একান্ত আবেদন, আপনারা দয়া করে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন। ধর্মের নামে কোনও অ-ধার্মিক আচরণ করবেন না। প্রত্যেক মানুষের প্রাণই মূল্যবান, রাজনীতির স্বার্থে দাঙ্গা লাগাবেন না। দাঙ্গা যাঁরা করছেন তাঁরা সমাজের ক্ষতি করছেন।"

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "মনে রাখবেন, যে আইনের বিরুদ্ধে অনেকে উত্তেজিত, সেই আইনটি কিন্তু আমরা করিনি। আইনটি কেন্দ্রীয় সরকার করেছে। তাই উত্তর যা চাওয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাইতে হবে।"ওয়াকফ সংশোধন বিল সম্প্রতি সংসদের দুই কক্ষে পাশ হয়েছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সইয়ের পর তা এখন পুরোদস্তুর আইনে পরিণত হয়েছে। ওই সংশোধিত আইনের প্রতিবাদেই বাংলায় সংখ্যালঘুদের একাংশ বিক্ষোভের নামে হিংসা ও অশান্তির পথ নিয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করা হয়েছে। তা নিয়ে কেউ কেউ আবার সমাজ মাধ্যমে বিকৃত তথ্য ছড়াতেও শুরু করেছে। ফলে পরিস্থিতি কিছুটা জটিল হয়েছে।

ঠিক এই পরিস্থিতিতেই শনিবার মুখ খুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হিংসা ও অশান্তি প্রশমিত করতে তিনি পরিষ্কার ভাবে বলেছেন, "আমরা এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে বলেছি- আমরা এই আইনকে সমর্থন করি না। এই আইন আমাদের রাজ্যে লাগুও হবে না। তাহলে দাঙ্গা কীসের?"

যারা অশান্তি ছড়াচ্ছে তাদের উদ্দেশে কড়া বার্তাও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, 'আরও মনে রাখবেন, দাঙ্গায় যাঁরা উস্কানি দিচ্ছেন তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা আমরা নেব। কোনও হিংসাত্মক কার্যকলাপকে আমরা প্রশ্রয় দিই না।"

(৪ পাতার পর)

জম্মু ও কাশ্মীরে নিহত তিন জঙ্গি, হিদ সেনা অফিসার

সেনাবাহিনী।অন্যদিকে, আখনুরে জঙ্গিদের গুলিতে গুরুতর জখম হন এক সেনা অফিসার। পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত তিন জঙ্গির নাম সাইফুল্লাহ, ফরমান এবং বাশা। বেশ কিছু নাশকতামূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাঁরা। ওই তিন জইশ কমান্ডার জম্মু ও কাশ্মীরের তরুণদের মগজধোলাই করে জঙ্গি দলে নাম লেখানোর কাজ চালাতেন। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সেনার দুই, পাঁচ এবং ন'নম্বর প্যারাকমান্ডো ইউনিটের পাশাপাশি সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের এসওজি (স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ) বৃহস্পতিবার থেকে আখনুর সেক্টরে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। অসম রাইফেলস বাহিনীও এই অভিযানে অংশ নেয়।

এলওসি লাগোয়া এলাকায় পাক জঙ্গিদের অনুপ্রবেশের খবর মিলতেই এলাকা ঘেরার কাজ শুরু হয়। আর্মি অ্যাভিয়েশন কোরের হেলিকপ্টারও দিয়েও দুর্গম এলাকায় নজরদারি চালানো হয়। অন্যদিকে, রাজৌরি সেক্টরেও রাতভর গুলির লড়াই চলে। এর পাশপাশি আখনুর সেক্টরের কেরি বট্টল এলাকায় শুক্রবার রাতে ব্যাপক গুলির লড়াই চলে। গুলি লেগে গুরুতর আহত হন ভারতীয় সেনার জুনিয়র কমিশনড অফিসার (জেসিও) কুলদীপ চাঁদ। শনিবার সকালে তিনি শহিদ হয়েছেন। বিবৃতি দিয়ে সেনা তাঁর মৃত্যুর খবর জানিয়ে শোকপ্রকাশ করেছে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুড়ে ছাই আনন্দ শোভাযাত্রার মূল মোটিফ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

শেখ হাসিনাহীন বাংলাদেশে বদলে গিয়েছে নববর্ষের 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'র নাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের আয়োজনে ঢাকায় নববর্ষে যে শোভাযাত্রা বের হয় এখন তা 'বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা'। যার প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। তৈরি করা হয়েছিল দুটো বিশাল মোটিফ।এরপরই মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তনের কথা জানা যায়। ফলে এই আগুন লাগার ঘটনায় অনেকেই মৌলবাদীদের দিকে আঙুল তুলছেন। পয়লা বৈশাখের শোভাযাত্রা ভণ্ডুল করতে এই পদক্ষেপ করা হয়ে থাকতে পারে। এদিকে, সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী দাবি করেছেন, আওয়ামি লিগ সভাপতি ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দোসররা চারুকলায় আগুন দিয়ে প্রতিকৃতি পুড়িয়েছে। তিনি জানান, যেই এই ঘটনার পিছনে আছে তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে। যদিও এখনও পর্যন্ত আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। তদন্ত চলছে।যার মধ্যে একটি ছিল হাসিনার মুখাকৃতির। আজ শনিবার ভোরে আগুন লেগে যা পুড়ে প্রায় ছাই হয়ে গিয়েছে। কীভাবে এই আগুন লেগেছে তা এখনও জানা যায়নি। অনেকেই মনে করছেন, এর পিছনে মৌলবাদীরা রয়েছে। আবার মহম্মদের ইউনুসের এক উপদেষ্টা দাবি করছেন, যেহেতু হাসিনার মুখাবয়ব ছিল মোটিফে তাই এই কাজ আওয়ামি লিগের। ফলে এই ঘটনায় ক্রমশ জলঘোলা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, আজ শনিবার সকালে চারুকলা অনুষদে গিয়ে দেখা যায় আনন্দ শোভাযাত্রা উদযাপনের জন্য বানানো দুটি মোটিফ আগুনে পুড়ে গিয়েছে। অনুষদের যেখানে মোটিফ তৈরির কাজ চলছিল সেখানেও সরঞ্জাম পুড়েছে। এর মধ্যে হাসিনার আদলে তৈরি মূল মোটিফটি পুরোপুরী নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শান্তির পায়রা মোটিফটিও আংশিক পুড়েছে। ভোর পৌনে ৫টা থেকে ৫টার মধ্যে দুটি মোটিফে আগুন লাগতে পারে বলে জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমদ।

চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক আজহারুল ইসলাম জানান, "ভোরে আগুন লেগে দুটি মোটিফ পুড়ে গিয়েছে। জুলাই- আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের চেতনাকে সামনে রেখে এবার নববর্ষের প্রতিপাদ্য ঠিক করা হয়েছে নববর্ষের ঐকতান, ফ্যাসিবাদের অবসান। এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ বছরের প্রধান মোটিফ ছিল ফ্যাসিবাদের মুখাকৃতি। এটির উচ্চতা ২০ ফুট। এই মোটিফে বাঁশ ও বেত দিয়ে দাঁতাল মুখের এক নারীর মুখাবয়ব বানানো হয়। মাথায় খাঁড়া চারটি শিং, হাঁ করা মুখ, বিশালাকৃতির নাক ও ভয়ার্ত দুটি চোখ। যা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিকৃতি হিসেবে ধারণা করা হয়েছে।"

বাংলাদেশে পয়লা বৈশাখ উদযাপন কখনই ভালো চোখে দেখেনি মৌলবাদী দলগুলো। দেড় দশক আগে ঢাকার রমনা বটমূলে পয়লা বৈশাখ উৎসবে বোমা হামলা হয়। তাতে বহু মানুষ প্রাণ হারান। তাই হাসিনা সরকারের পতনের পর পয়লা বৈশাখ নিয়ে আরও বেশি সংশয় তৈরি হয়েছে। তবে এবছর সুন্দরভাবে পয়লা বৈশাখ উৎসব উদযাপন নিয়ে নানা পরিকল্পনা করা হয়েছে। কয়েকদিন আগেই শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিবৃতি জারি করে নির্দেশ দেয় যে, দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের নিয়ে শোভাযাত্রা করতে হবে। কিন্তু এর মাঝেই ইসলামি আন্দোলনের পক্ষ থেকে পয়লা বৈশাখ নিয়ে রীতিমত 'ফতোয়া' জারি করে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নববর্ষের আয়োজন থেকে মঙ্গল শব্দ ও ধারণা বাদ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। নববর্ষের আয়োজনে মূর্তি-সহ ইসলাম অসমর্থিত সবকিছু বাদ দিন। বরং এ দেশের হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে বিবেচনা করে ইসলাম সমর্থিত ধারণা ও উপকরণ ব্যবহার করুন।

ওয়াকফ আইন: সবাইকে শান্ত রাখার আবেদন মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

সম্প্রতি ভারতে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের পর ওয়াকফ বিল আইনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সেই আইনের বিরোধিতায় গোটা ভারতেই বিক্ষোভ, প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে মুসলিম সমাজ।

গত কয়েকদিন ধরে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় রাজপথে নেমেছে মুসলিমরা। আলাদা করে প্রতিবাদ করছে রাজ্যটির ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেস ও বিরোধী বামেরা। কিন্তু এই বিক্ষোভ, প্রতিবাদ কোথাও কোথাও আবার সহিংসতায় রূপ নিয়েছে।

এমন অবস্থায় রাজ্যের মানুষকে শান্ত থাকার আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। শনিবার সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, সব ধর্মের সকল মানুষের কাছে আমার একান্ত আবেদন, আপনারা দয়া করে শান্ত থাকুন।

তিনি বলেন, মনে রাখবেন, যে আইনের বিরুদ্ধে অনেকে উত্তেজিত, সেই আইনটি কিন্তু আমরা করিনি। আইনটি কেন্দ্রীয় সরকার করেছে। তাই উত্তর যা চাওয়ার, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাইতে হবে। আমরা এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে বলেছি - আমরা এই আইনকে

সমর্থন করি না। এই আইন আমাদের রাজ্যে বাস্তবায়িত হবে না।

সিনেমার খবর

বয়কটের ডাক, আয় কম, শো বাতিল: বিপাকে 'সিকান্দার'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ঈদের আগে থেকেই প্রচারণায় ঝড় তুলেছিল সালমান খানের নতুন সিনেমা 'সিকান্দার'। তবে মুক্তির পর থেকেই একের পর এক বিতর্কে জড়িয়েছে সিনেমাটি। পরিচালক এ. আর. মুরুগাদোসের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ এনেছেন মুম্বাইয়ের এক মুসলিম সমাজকর্মী। এর জেরে ভারতের বিভিন্ন শহরে ছবিটির বয়কটের ডাক দেওয়া হয়, যার প্রভাব পড়েছে বক্স অফিসেও।

বক্স অফিসে ধাক্কা, আয় কম, শো বাতিল

গত ৩০ মার্চ মুক্তি পেয়েছে 'সিকান্দার'। মুক্তির প্রথম দিন ২৬ কোটি টাকা আয় করে ছবিটি। দ্বিতীয় দিন, অর্থাৎ ঈদের দিনে আয়ের পরিমাণ বেড়ে হয় ২৯ কোটি টাকা। তবে এরপর থেকেই ক্রমশ কমতে থাকে আয়। তৃতীয় দিন 'সিকান্দার' মাত্র ১৯ কোটি ৫০ লাখ টাকার ব্যবসা করে, চতুর্থ দিনে তা নেমে আসে ৯ কোটি ৭৫ লাখ টাকায়।

সাচনিল্কের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চার দিনের শেষে ভারতের বাজারে ছবির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৮৪ কোটি ২৫ লাখ টাকা। অন্যদিকে, নির্মাতাদের দাবি অনুযায়ী এই আয় ১০২ কোটি টাকা। বিশ্বজুড়ে আয়ের হিসেবেও রয়েছে এই পার্থক্য। নির্মাতারা যেখানে দাবি করছেন ১৪১ কোটি ১৫ লাখ টাকা, সেখানে ট্রেড অ্যানালিস্টদের মতে এই পরিমাণ ১২৩ কোটি ৭৫ লাখ টাকা।

বিতর্কের জেরে শো কমানো ও বয়কটের ডাক

'সিকান্দার' সিনেমা বয়কটের ডাক দিয়েছেন মুম্বাইয়ের জনপ্রিয় মুসলিম সমাজকর্মী শেখ ফায়াজ আলম। তার দাবি, ছবিটি 'ইসলামোফোবিক' এবং এটি সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। তিনি দর্শকদের আহ্বান জানিয়েছেন, সিকান্দার' না দেখে সেই অর্থ গাজার ত্রাণ তহবিলে বা মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও উন্নয়নে ব্যয় করতে।

এই বিতর্কের ফলে ভারতের বেশ কিছু শহরে সিনেমার শো ৩২ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে তা আরও কমে ৫০ শতাংশে নেমে আসে।

ইন্ডাস্ট্রির পাশে না থাকার ক্ষোভ সালমানের

এই বিতর্ক ও বক্স অফিসের ধাক্কার মধ্যে সালমান খান জানিয়েছেন তার ক্ষোভ ও অভিমান। তিনি বলেন, 'ইন্ডাস্ট্রি আমার পাশে দাঁড়ায়নি, আমার ছবির প্রচারে কেউ সাহায্য করেনি।' তিনি আরও বলেন, 'সকলেরই সাহায্যের প্রয়োজন হয়, এমনকী আমারও।'

সালমান খানকে সাধারণত ইন্ডাস্ট্রির অনেককেই প্রচারে সাহায্য করতে দেখা যায়। তিনি নিজে মোহনলালের 'এল ২: এমপুরান' ও সানি দেওলের 'জাট' ছবির জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। কিন্তু 'সিকান্দার'-এর ক্ষেত্রে কোনো বলিউড তারকাকে প্রচারে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি।

সামনের দিনগুলোতে কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে 'সিকান্দার'?

এত বিতর্ক, আয় কমে যাওয়া এবং ইন্ডাস্ট্রির দূরত্ব— সব মিলিয়ে 'সিকান্দার' ছবির ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত। তবে সালমানের অনেক সিনেমাই প্রথমদিকে ধাক্কা খাওয়ার পর ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এখন দেখার বিষয়, ভাইজান কি পারবেন তার পুরনো ফর্মে ফিরতে? নাকি 'সিকান্দার'ও হবে আরেকটি ফ্লপ সিনেমা?

প্রিয় মানুষটিকে দেখতে বিষণ্ন মুখে হাসপাতালে জ্যাকুলিন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের মা কিম ফার্নান্দেজ গত কয়েক দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। বর্তমানে তিনি একটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। কয়েক দিন আগেই বিদেশে শুটিং ফেলে তড়িঘড়ি দেশে ফেরেন অভিনেত্রী। এর পর তাকে লীলাবতী হাসপাতালের বাইরে একাধিকবার দেখা যায়।

২ এপ্রিল সকালে বাবাকে নিয়ে বিষণ্ন মুখে হাসপাতালে প্রবেশ করেন অভিনেত্রী। এসময় মনমরা হয়ে বসে থাকতে দেখা যায় অভিনেত্রীর বাবাকে। গুঞ্জন ওঠে জীবনের অন্যতম প্রিয় মানুষটিকে হারিয়ে ফেলেছেন জ্যাকুলিন। যদিও সেটি সত্যি ছিলো না। তার মায়ের অসুস্থতার কথা জানা গিয়েছে কয়েকবার। মায়ের স্ট্রোক হওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আপাতত আইসিইউতে রয়েছেন অভিনেত্রীর মা কিম ফার্নান্দেজ।

মায়ের অসুস্থতার কারণে চলতি বছর আইপিএলে নিজের অনুষ্ঠান বাতিল করেন অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। ২০২২ সালেও জ্যাকুলিনের মায়ের শারীরিক অসুস্থতা প্রকাশ্যে আসে। সেই বার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছিল অভিনেত্রীর মায়ের। সেই সময় কিমকে বাহরাইনের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

পরিবারের সঙ্গে জ্যাকুলিনের সুসম্পর্কের কথা অনুরাগীরা জানেন। বিশেষ করে মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে একাধিক সাক্ষাৎকারে কথা বলেছেন জ্যাকুলিন।

এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলেন, 'আমার মা আমাকে সব সময় সমর্থন করেন। আমি তো পরিবারকে ছাড়াই মুম্বাইয়ে থাকি। তাই মাকে খুব মিস করি। বাবা-মা আমার জীবনের সব থেকে বড় অনুপ্রেরণা।'

গত কয়েক বছর ধরে আইনি জটিলতায় জড়িয়েছেন জ্যাকুলিন। তাও আবার আলোচনায় প্রেমিক সুকেশ চন্দ্রশেখরের কারণে। আর্থিক তছরুপে নাম জড়িয়েছে অভিনেত্রীর। জেলবন্দি প্রেমিক বিভিন্ন সময় ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করার হুমকি দিয়েছেন তাকে।

যে কারণে পরমব্রত'র সঙ্গে কৌশানীর অভিনয়ে আপত্তি ছিল বনির

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

'রকি অউর রানি কি প্রেম কহানি' ছবিতে রণবীর সিংয়ের বোনের চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেত্রী অঞ্জলি দিনেশ আনন্দ সম্প্রতি নিজের শৈশবের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। এছাড়া, 'ডাব্বা কার্টেল' ছবিতে তার অভিনয় দর্শকদের নজর কাড়ে।

এক সাক্ষাৎকারে অঞ্জলি জানান, শৈশবে দীর্ঘদিন ধরে হেনস্তার শিকার হয়েছেন এবং সেই ভয়াবহ স্মৃতি এখনও তাকে তাড়া করে ফেরে।

অঞ্জলি বলেন, "আমি বুঝতে পারছিলাম না তখন কী করা উচিত। তখন আমার বয়স মাত্র আট বছর। বাবার মৃত্যুর পর আমার নৃত্যগুরু বলতে থাকেন, তিনিই নাকি আমার বাবা। শিশুমনে সেই কথা বিশ্বাস করেছিলাম। তাছাড়া তখন আমার আর কোনো উপায়ও ছিল না।"

এরপর তিনি আরও বলেন, "সেই নৃত্যগুরু ধীরে ধীরে আমাকে স্পর্শ করতে শুরু করেন। একদিন হঠাৎ আমার ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলেন, 'বাবারা এমনটাই করেন।' এরপর থেকে তিনি আমার জীবন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেন।"

নিজের সেই দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে আজও শিউরে ওঠেন অঞ্জলি। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত চলে নিপীড়ন, প্রেমিক এসে করেছিলেন উদ্ধার।

অঞ্জলি আরও জানান, এই নৃত্যগুরুর হাত থেকে মুক্তি পেতে তাকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। অবশেষে তার প্রথম প্রেমিকই তাকে এই ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করতে সাহায্য করেন।

এই ঘটনার কথা জানিয়ে অঞ্জলি বলেন, "আমার প্রথম প্রেমিক যখন আমার জীবনে আসে, তখনই আমি সাহস পাই এবং এই নৃত্যগুরুর কবল থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হই।"

অভিনেত্রীর এই স্বীকারোক্তি গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। শৈশবে নিপীড়নের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য তিনি সকলকে সরব হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

সুপার চ্যাম্পিয়ন! আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়েও অবিশ্বাস্য জয় মোহনবাগানের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

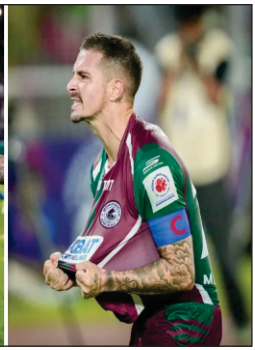

ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ইতিহাসে দ্বিতীয় দল। একই মরসুমে লিগ শিল্ড এবং আইএসএল নকআউট ট্রফি জিতল মোহনবাগান। বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও জয়। আইএসএলে দ্বি-মুকুট। লিগ শিল্ড আগেই জিতেছিল মোহনবাগান। শুধু তাই নয়, টানা দু-বার লিগ শিল্ড জয়ের নজিরও গড়েছে মোহনবাগান। গত মরসুমেও সুযোগ এসেছিল লিগ শিল্ডের সঙ্গে নকআউট ট্রফি জেতার। যদিও ফাইনালে মুম্বই সিটি এফসির কাছে হার। এ বার বেঙ্গালুরু এফসিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন।

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে স্বপ্নের রাত। সবুজ মেরুন রোশনাই। মুগ্ধকর গ্যালারি। তেমনই মাঠের খেলাতেও। মরসুমের শুরুতে কিছুটা অস্বস্তি ছিল। নানা চড়াই উতরাই। অ্যাক্সেলেটরে পা রাখতে পিছু হটেনি মোহনবাগান। পরপর ভালো ফল। আইএসএল লিগ শিল্ড জিতে সমর্থকদের একটা স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল। তখন শুধুই অপেক্ষা আর তিনটে ম্যাচ জিতে নকআউট ট্রফিতেও হাত রাখা। জামশেদপুরের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের প্রথম লেগে হার। একটা ধাক্কা লাগলেও ঘুরে দাঁড়াতে সময় নেয়নি মোহনবাগান। ঘরের মাঠে সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে দাপুটে জয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করে। ফাইনাল। এই শব্দটাতেই বাড়তি চাপ থাকে। মোহনবাগানেও কি ছিল? হতে পারে। তার উপর প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরু এফসির মতো শক্ত গাঁট। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই অ্যালবার্তো রডরিগজের আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়ে মোহনবাগান। কিন্তু ওই যে, ঘরের মাঠ, গ্যালারি ভর্তি সমর্থন। তাঁদের সমর্থন ব্যর্থ হতে দেওয়া যায় না। ফুটবলাররা আরও মরিয়া হয়ে ওঠেন। মোহনবাগানের ঝাঁঝালো আক্রমণে ভুল করতে বাধ্য হয় বেঙ্গালুরু এফসি। তাতেই হ্যান্ডবল ও পেনাল্টি। স্পট কিক থেকে মোহনবাগানের হয়ে সমতা ফেরান জেসন কামিন্স।

গ্যালারির গর্জন বাড়ে। সঙ্গে প্রত্যাশাও। সবুজ মেরুন আবির, মোহনবাগান পতাকা, উত্তরীয় সব তৈরি। এ মরসুমে ঘরের মাঠে অপরাজিত ছিল মোহনবাগান। সেই পরিসংখ্যানও সবুজ মেরুন সমর্থকদের কাছে শক্তি। নির্ধারিত সময় অবধি স্কোরলাইনে বদল না হলেও অস্বস্তি বাড়েনি। তখনও এক্সট্রা টাইম, টাইব্রেকারের বিকল্প ছিল। জেমি ম্যাকলারেন অবশ্য অপেক্ষা করাননি। গ্রেগ স্টুয়ার্টের মাপা পাসে গোল জেমির। সবুজ মেরুন আবিরে সেলিব্রেশন তখন শুধুই অপেক্ষা। বেঙ্গালুরু এফসি যেন হাল ছেড়ে দিয়েছিল। মোহনবাগানের আক্রমণের যা বহর, জয়ের ব্যবধান বাড়তে পারত। শেষ অবধি ২-১ ব্যবধানে জয় এবং দ্বি-মুকুট।

৬ ম্যাচে টানা ৫ হার, যে সমীকরণে প্লে-অফে উঠতে পারে চেন্নাই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আইপিএলে প্রথম ম্যাচ জয়ের পর একের পর এক ম্যাচে হেরে যাচ্ছে চেন্নাই সুপার কিংস। অধিনায়ক হিসেবে ফিরেও মহেন্দ্র সিং ধোনি দলের জয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। ইতোমধ্যেই আইপিএলে ছয়টি ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতে হেরে গিয়েছেন তারা। মাত্র দু'পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় নবম স্থানে রয়েছে চেন্নাই। এখান থেকে প্লে-অফে ওঠা কি সম্ভব?

সাধারণত আইপিএলের প্লে-অফে ওঠার জন্য সাত বা আটটি ম্যাচে জয় প্রয়োজন হয়। চেন্নাইয়ের এখনও আটটি ম্যাচ বাকি। ফলে কাজটা কঠিন হলেও এখনও অসম্ভব নয়। বাকি আটটি ম্যাচের সব ক'টি জিততে পারলে চেন্নাই পৌঁছে যাবে ১৮ পয়েন্টে। যা প্লে-অফে ওঠার সমীকরণ অনেক সহজ করে দেবে। যদি তারা আটটির মধ্যে সাতটিতে জিততে পারে, তা হলেও প্লে-অফে ওঠার সম্ভাবনা থাকবে। কঠিন হবে যদি শেষ আটটি ম্যাচের মধ্যে চেন্নাই তিনটিতে হেরে যায়। সে ক্ষেত্রে চেন্নাইয়ের পয়েন্ট হবে ১২। প্লে-অফে ওঠার জন্য সেটা যথেষ্ট না-ও হতে পারে।

পয়েন্ট তালিকায় সকলের নিচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ৫ ম্যাচে ২ পয়েন্ট পেয়েছে তারা। চেন্নাই ৬ ম্যাচ খেলে ২ পয়েন্ট পেয়েছে। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ৫ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে রয়েছে। এই তিন দলই চেষ্টা করবে দ্রুত জয়ে ফিরতে।

তবে চেন্নাইয়ের ব্যাটিং কোচ মাইকেল হাসি এখনই প্লে-অফের আশা ছাড়তে নারাজ। তিনি বলেন, এখনই হার মেনে নিচ্ছি না আমরা। আমাদের চেষ্টা করতে হবে প্রথম চারের মধ্যে থাকার। আইপিএল অনেক বড় প্রতিযোগিতা। আমাদের জয়ে ফিরতে হবে। এই মুহূর্তে আমরা জয় পাচ্ছি না। ভাল ক্রিকেট খেলতে পারছি না আমরা। তবে সময় যে বদলাবে না, সেটা ভেবে নেওয়া ঠিক নয়। যদি আমরা ভাল খেলতে পারি তা হলেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পাব। কয়েকটা ম্যাচে জয় পেলেই পরিস্থিতি বদলে যাবে। প্লে-অফে ওঠার লড়াইয়ে আমরা হয়তো নিচের দিকে থাকব। এখনও অনেক ম্যাচ বাকি। বিশ্বাস করি আমরা পারব। শুক্রবার (১১ এপ্রিল) এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে চেন্নাইকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR